দুঃখ দুর্দশাগ্রস্তদেরকে ধৈর্যের প্রতি উদ্বুদ্ধকারী এবং
তাদের দ্রুততার প্রতি উৎসাহ প্রদানকারী এক অনন্য বয়ান

এই সময়ও চলে যাবে

উপস্থাপনায়: মারকাযি মজলিশে শূরা
(দা ওয়াহ্‌ত ইসলামী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কিতাব পাঠ করার দোয়া

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোয়াটি পড়ে নিন اِنْ شَآءَ الله যা কিছু পড়বেন, স্মরণে থাকবে। দোয়াটি হলো,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদঃ হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল কর! হে চির মহান ও চির মহিমান্বিত! (আল মুস্তাতারাফ, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোয়াটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেলো কিন্তু জ্ঞান অর্জন করলো না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করলো আর অন্যরা তার কাছ থেকে শুনে উপকার গ্রহণ করলো অথচ সে নিজে গ্রহণ করলো না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করলো না)।"

(তারিখে দামেশক লি ইবনে আসাকির, ৫১তম খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির বৈরুত)

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক অথবা যদি বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

www.dawateislami.net

সূচীপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা
দরূদ শরীফের ফযীলত	৩
হিকমতপূর্ণ লিখা	৩
ঈমানে পোশাক	৫
মুসিবতের মধ্যে আল্লাহ পাকের বিভিন্ন হিকমত	৭
মুসিবত মর্যাদা বৃদ্ধির মাধ্যম	৮
মুসিবতের কারণে গুনাহ ঝরে যায়	৮
মুসিবতের কারণ হলো আমাদের কৃত কর্ম	১১
পরকালের মুসিবত সহ্য হবে না	১২
কারবালা ওয়ালাদের চেয়ে বড় মুসিবতগ্রস্ত কে?	১২
হযরত আইয়ুব عَلَيْهِ السَّلَام এর ধৈর্য	১৩
হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام এর ধৈর্য	১৪
হযরত ইয়াকুব عَلَيْهِ السَّلَام এর ধৈর্য	১৫
নবীদের সরদার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ধৈর্য	১৬
ধৈর্যধারণের স্থান	১৯
ধৈর্য ধারণ প্রথম আঘাতের উপর	২১
ধৈর্য ধারণ আল্লাহ পাকের দানে অর্জিত হয়	২৩
অবাধ্যদের ভাল অবস্থায় রাখার হিকমত	২৩
বিলাসিতার উপর আত্মগর্ব করো না	২৫
মুসিবতে আনন্দ উদযাপনকারী মহিলা	২৬
সত্তর হাজার যাদুকর সিজদায় পড়ে গেলেন	৩০
আল্লাহ চাইলে কারো ক্ষুধা লাগতোনা	৩২
হাজার ইট বন্টনের উত্তম উদাহরণ	৩৩
বাদশাহের সাথে ঝগড়া করে এমন ফকিরকে কেউ বুদ্ধিমান বলে না	৩৪
মুসিবতের স্থলে উচ্চারিত কুফরী বাক্য সমূহের উদাহরণ	৩৫
শান্তনা পূর্ণ লেখা	৩৭
মুসিবতের পরিসমাপ্তি	৪২
তথ্যসূত্র	৪৪

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এই সময়ও চলে যাবে(১)

দরূদ শরীফের ফযীলত

মদীনার তাজেদার, রাসূলদের সরদার, হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুবাসিত বাণী হচ্ছে: নিশ্চয় তোমাদের নাম পরিচয়সহ আমার কাছে পেশ করা হয়, এজন্য আমার উপর অত্যন্ত সুন্দর (অর্থাৎ উত্তম শব্দাবলীর মাধ্যমে) দরূদ শরীফ পাঠ করো।(২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

হিকমতপূর্ণ লিখা

বর্ণিত আছে; এক বাদশাহ নিজের উজির কে বললেন: আমাকে এমন কোন লিখা প্রদান করো যে, যখন আমি তা চিন্তাগ্রস্ত

---

(১) মুবাল্লিগে দা'ওয়াতে ইসলামী ও নিগরানে মারকাযী মজলিশে শূরা হযরত মাওলানা আবু হামিদ হাজী মুহাম্মদ ইমরান আত্তারী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي এই বয়ানটি ৩ সফর ১৪৩১ হিজরি মোতাবেক ১৯ জানুয়ায়ী ২০১০ ইংরেজি রোজ মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা বাবুল মদীনা করাচীতে প্রদান করেন। প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সহকারে ২১ জমাদিউল আউয়াল ১৪৩৫ হিজরি মোতাবেক ২৪ মার্চ ২০১৮ ইংরেজি লিখিত আকারে পেশ করা হচ্ছে।

(দা'ওয়াতে ইসলামী রিসালা বিভাগ, আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ)

(২) মুসান্নিফে আবদুর রাজ্জক, ২য় খন্ড, ১৪০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩১১৬।

www.dawateislami.net

অবস্থায় দেখব তখন আমার যেন খুশি লাগে, আর যখন খুশি অবস্থায় দেখব তখন যেন চিন্তিত হয়ে যায়। তখন ঐ বুদ্ধিমান উজির বাদশাহ কে একটি পত্র প্রদান করলেন, যাতে লেখা ছিল "এই সময়ও চলে যাবে"। এই পত্র সব সময় বাদশাহর কাছে বিদ্যমান থাকত। তিনি যখন খুশি অবস্থায় তা দেখতেন তখন তিনি এটা চিন্তা করে চিন্তিত হয়ে যেতেন যে, এই খুশির দিন অচিরেই শেষ হয়ে যাবে। এই ভাবে যখন চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় ঐ পত্রটি পড়তেন, তখন এটা চিন্তা করে তার পেরেশানী ভুলে যেত যে, অচিরেই এই পেরেশানীর মেঘ চলে যাবে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই দুনিয়া পরিক্ষার ঘর। এতে যেখানে অসংখ্য শান্তি রয়েছে সেখানে দুঃখ-কষ্ট এবং পেরেশানীর পাহাড় ও রয়েছে। সহজতার সাথে সাথে কঠিন ঘাটি ও রয়েছে। যখন থেকে মানুষ সৃষ্টি হলো, তখন থেকেই আজ পর্যন্ত সাধারণ মুমিনগণ বরং নবীগণ এবং প্রেরিত রাসূলগণের ও শান্তি এবং খুশির সাথে সাথে বিভিন্ন প্রকারের পরীক্ষা এবং মুসিবত এর সম্মুখীন হতে হয়েছিল। **আল্লাহ পাকর** নৈকট্য প্রাপ্ত বান্দাদেরও সহজতার পরিবর্তে কঠিন অবস্থার অধিক সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু ঐ পবিত্র আত্মাগণ মুখে অভিযোগ আনার পরিবর্তে সর্বদা হাসি মুখে মুসিবত এবং কষ্ট সহ্য করতে থাকেন। সুতরাং আমাদেরও ঐসব বুযুর্গদের পদাঙ্ক অনুসরণের মাধ্যমে **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে প্রাপ্ত নেয়ামতের উপর শোকর এবং মুসিবতের সময় ধৈর্যধারণ করা উচিৎ। কিন্তু আফসোস! আমরা সহজতার মধ্যে **আল্লাহ পাকের** স্মরণকে ভুলে বসি এবং কষ্টের সময়

www.dawateislami.net

ধৈর্যের পরিবর্তে শোরগোল করি। বর্ণনা কৃত ঘটনায় আমাদের জন্য উপদেশ আর উপদেশ রয়েছে। কেননা যদি আমরা ও নিজের মনমানসিকতার কোন স্থানে এটা পরিপক্ক করার মধ্যে সফল হয়ে যাই যে, এই সময় ও চলে যাবে, তাহলে اِنْ شَآءَ الله বুদ্ধিমান উজিরের এই পত্র আমাদের কে খুশি অবস্থায় শরীয়াত বিরোধী আনন্দ উদযাপন করা অথবা নেয়ামত অর্জন করার ফলে অনর্থক লাফালাফি করা ব্যাপারে এবং অহংকারে লিপ্ত হওয়া থেকে বাঁচাতে সাহায্য করবে। আর সেখানে বিভিন্ন রোগ, পেরেশানী, কষ্ট এবং কঠিন অবস্থায় ধৈর্যধারণ করা ও আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে। তার সাথে সাথে অধিক প্রতিদান এবং সাওয়াবের ভান্ডারও অর্জিত হবে। যেমনিভাবে-

ঈমানের পোশাক

হযরত সায়্যিদুনা দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام **আল্লাহ পাকের** দরবারে আরয করলেন: হে আমার প্রতিপালক! যে ব্যক্তি তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য মুসিবতের সময় ধৈর্যধারণ করে ঐ পেরেশান এবং চিন্তাগ্রস্থ ব্যক্তির প্রতিদান কি? তখন **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করলেন: আমি তাকে ঈমানের পোশাক পরিধান করাবো এবং কখনো তা খুলবো না।[১]

কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে ধৈর্যের ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। আসুন ধৈর্যের অভ্যাস গড়ার জন্য ৫টি **আল্লাহ পাকের** বাণী লক্ষ্য করি:

---

(১) ইহইয়াউল উলুম, ৪র্থ খন্ড, ৯০ পৃষ্ঠা

www.dawateislami.net

وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْٓا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

(পারা: ১৪, সূরা: আন নাহল, আয়াত: ৯৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর নিশ্চয় আমি ধৈর্যধারণকারীদের কে তাদের ঐ পুরস্কার দেবো, যা তাদের সর্বাধিক উত্তম কাজের উপযোগী।

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ

(পারা: ৪, সূরা: আলে ইমরান, আয়াত: ১৪৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর ধৈর্যশীলদেরকে **আল্লাহ** ভালবাসেন।

وَاصْبِرُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ

(পারা: ১০, সূরা: আনফাল, আয়াত: ৪৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর ধৈর্যধারণ করো, নিশ্চয় **আল্লাহ** ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।

اُولٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا

(পারা: ২০, সূরা: কাসাস, আয়াত: ৫৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তাদের কে প্রতিদান দুইবার দেয়া হবে, তাদের ধৈর্যের বিনিময়ে।

اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

(পারা: ২৩, সূরা: জুমার, আয়াত: ১০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: শুধু ধৈর্যশীলদের কেই তাদের প্রতিদান পরিপূর্ণ দেয়া হবে হিসাব ছাড়া।

সদরুল আফাযিল, হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতের আলোকে বলেন: হযরত আলী মুরতাদ্বা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: প্রত্যেক নেককারদের নেকী পরিমাপ করা হবে শুধুমাত্র ধৈর্যশীলগণ ব্যতিত। তাদের কে ধারণা বিহীন এবং বিনা হিসাবে দেয়া হবে। আর এটা ও বর্ণিত আছে; মুসিবত/ বিপদগ্রস্তদের উপস্থিত করা হবে। তাদের জন্য মিযান ও দাঁড় করানো

www.dawateislami.net

হবে না এবং তাদের জন্য (আমলনামার) খাতাও খোলা হবেনা। তাদের উপর প্রতিদান এবং সাওয়াবের অবিরাম বর্ষণ হবে। এমন কি দুনিয়াতে সুখে শান্তিতে জীবন অতিবাহিতকারী তাদের কে দেখে আকাঙ্ক্ষা করবে যে, হায়! আমরা মুসিবত গ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হতাম এবং আমাদের শরীর কাঁচি দ্বারা কাটা হতো, আজ এই ধৈর্যের প্রতিদান পেতাম।

মুসিবতের মধ্যে আল্লাহ পাকের বিভিন্ন হিকমত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের প্রত্যেক কাজে হাজারো হিকমত লুকায়িত থাকে। যা আমাদের বুঝে আসে না। কখনো **আল্লাহ পাক** মুসিবত অবতীর্ণ করে নিজের বান্দাদের কে পরীক্ষা ও করেন, আর যখন সে ধৈর্যধারণ করে তখন তাদের গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। এজন্য আমাদের উপর ও যে সব মুসিবত আসে তা আমাদের কল্যাণের জন্য আসে, যদিও আমাদের এটার কারণ জানা থাকেনা। যেমনিভাবে-

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ পাক** যার মঙ্গলের ইচ্ছা করেন তাকে মুসিবতে লিপ্ত করে দেন।[১]

হযরত সায়্যিদুনা ছুহাইব রুমী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মুমিনের ব্যাপারে অবাক লাগে যে, তার সকল বিষয় কল্যাণের অন্তর্ভুক্ত, আর তা ঐ সব মুমিনের

(১) বুখারী, ৪/৪, হাদীস: ৫৬৪৫

www.dawateislami.net

জন্য, যার সুখ শান্তি লাভ হয় তখন কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। কেননা তার জন্য এটাই ভাল, আর যদি দারিদ্রতা পৌছে তখন ধৈর্যধারণ করে, আর এটাও তার জন্য উত্তম।(১)

মুসিবত মর্যাদা বৃদ্ধির মাধ্যম

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী হলো: যখন **আল্লাহ পাকের** নিকট বান্দার কোন মর্যাদা নির্ধারণ হয়, আর সে কোন আমল দ্বারা সে মর্যাদা পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনা, তখন **আল্লাহ পাক** তাকে শরীর, ধন-সম্পদ অথবা সন্তান-সন্ততিকে পরীক্ষায় লিপ্ত করে দেন। অতঃপর তাকে ঐ সব কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করার সামর্থ্য দান করেন। এমনকি সে **আল্লাহ পাকের** দরবারে আপন নির্ধারিত মর্যাদা পর্যন্ত পৌছে যায়।(২)

মুসিবতের কারণে গুনাহ ঝরে যায়

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান বাণী হলো: মুমিন পুরুষ ও মহিলাকে আপন প্রাণ, সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি দ্বারা পরীক্ষা নিতে থাকবে, এমন কি তারা **আল্লাহ পাকের** সাথে ঐ অবস্থায় মিলিত হবে যে, তার জিম্মায় কোন গুনাহ থাকবেনা।(৩)

---

(১) মুসলিম, ১৫৯৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৯৯৯
(২) আবু দাউদ, ৩/২৪৬, হাদীস: ৩০৯০।
(৩) তিরমিযী, ৪/১৭৯, হাদীস: ২৪০৭।

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান বাণী হলো: যে কোন মুসলমানের পায়ে কাঁটা বিদ্ধ হলে অথবা তার চেয়ে নিম্নতর মুসিবত আসলে তাহলে তার জন্য একটি মর্যাদা লিখে দেয়া হয় এবং তার একটি গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।[১]

প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর, হাকীমুল উম্মত, মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের মনোমুগ্ধকর বয়ানে বলেন: হযরত সায়্যিদুনা বায়েজিদ বোস্তামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কোনো একটি স্থান দিয়ে অতিক্রম করতে ছিলেন। তিনি নিরীক্ষণ করলেন, একটি বাচ্চা কাদায় পড়ে গেলেন এবং তার কাপড় এবং শরীর কাদায় একাকার হয়ে গেল। মানুষেরা দেখে দেখে পথ অতিক্রম করতে ছিল। কিন্তু কেউ তাকে সাহায্য করছেনা। কোথাও দূর থেকে মা দেখলেন, দৌঁড়ে আসলেন এবং দুটি থাপ্পড় লাগিয়ে দিলেন। কাপড় খুলে ধৌত করালেন এবং তাকে গোসল করিয়ে দিলেন। হযরত বায়েজিদ বোস্তামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ভাবাবেগ এসে গেল এবং বলল: আমাদের এবং **আল্লাহ পাকের** রহমত অবস্থা এরকমই, আমরা গুনাহের আবর্জনায় জড়িয়ে যাই। কার কি করার আছে! কিন্তু **আল্লাহর পাকের** রহমতের সাগরে জোশ এসে যায়। আমাদেরকে মুসিবত দ্বারা পরিশুদ্ধ করা হয় এবং তাওবা ও ইবাদতের পানি দ্বারা গোসল করিয়ে পরিষ্কার করে দেয়। প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর, হাকীমুল উম্মত, মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই ঘটনা উদ্ধৃতি করার পর বলেন: যখন মমতাময়ী মা কিছু শাস্তি দিয়ে

(১) মুসলিম, ১৩৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৫৭২।

www.dawateislami.net

সতর্ক করে দেয় তখন সৃষ্টিকর্তা এবং মালিক তার চেয়ে বেশি দয়াবান, অনেক সময় শাস্তি দিয়ে সংশোধন করে দেন।[১]

সুতরাং মুসিবত এবং কষ্টে অভিযোগ করার, সব সময় মানুষের সামনে নিজের কষ্টের কথা বর্ণনা করার এবং মুখে কুফরী বাক্য বলার পরিবর্তে ঐ সব পরীক্ষায় এবং কষ্টে ধৈর্যধারণ দ্বারা তা মোকাবেলা করা উচিৎ। স্মরণ রাখবেন, যেভাবে দিনের আবর্তনে খুশির রং ফেকাশে হয়ে যায়। ঐভাবে সময়ের বিবর্তনে আমাদেরকে গভীর থেকে গভীর ক্ষত বৃদ্ধি করে দেয় আর সময়ের চক্কর প্রত্যেক চিন্তাকে অতীত করে দেয়। সুতরাং মুসিবতের আঘাতের সময় অতিক্রমের অপেক্ষা করা উচিৎ। আজ দুঃখ-কষ্টের মেঘ ছেয়ে আছে। ভরসা রাখলে اِنْ شَآءَ الله খুশির বর্ষণও হবে। আজ মুসিবতে বেষ্টিত করে রেখেছে اِنْ شَآءَ الله ভরসা রাখুন সহজতার পথও সুগম হবে। যেভাবে খুশির সময় এসে চলে গিয়েছে, ঐভাবে এই মুসিবতের সময় ও চলে যাবে। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

(পারা: ৩০, সূরা: ইনশিরাহ, আয়াত: ৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:
নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অনেক সময় ঐ সব মুসিবত এবং কষ্টের পিছনে আমাদের মন্দ আমলও কারণ হয়ে থাকে।

(১) কুফরীয়া কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, ১২৮ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

মুসিবতের কারণ হলো আমাদের কৃত কর্ম

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাযা শেরে খোদা كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم বলেন: তোমাদের কে **আল্লাহ পাকের** কিতাবের সব চেয়ে উত্তম আয়াত এর সংবাদ দিচ্ছি, যা আমাদের কে **আল্লাহ পাকের রাসূল** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন:

وَمَاۤ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَ يَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ

(পারা: ২৫, সূরা: আশ শূরা, আয়াত: ৩০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর তোমাদের কাছে যে মুসিবত পৌঁছে তা ঐ কারণে যে, যা তোমাদের হাতে অর্জন করেছো এবং অনেক কিছুতো তিনি ক্ষমা করে দেন।

হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের সামনে এই আয়াত তিলাওয়াত করার পর বললেন: হে আলী, আমি এই আয়াতের ব্যাখ্যা বর্ণনা করতেছি, তোমাদের দুনিয়াতে যে সব রোগ, শাস্তি অথবা কোন বিপদ আসে তা এই কারণে যে, যা তোমাদের হাতে অর্জন করেছো। আর **আল্লাহ পাকের** চেয়ে অনেক বেশি দয়ালু যে, পরকালে দ্বিতীয় বার শাস্তি দিবেন। **আল্লাহ পাক** যখন দুনিয়াতে তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন আর তিনি এর চেয়ে অনেক বেশি সহনশীল যে ক্ষমা করার পর শাস্তি দিবেন![১]

জো কুছ হ্যায় ওয়ো ছব আপনেহি হাতো কে হে করতোত,
শেকওয়া হে জমানে কা না কিসমত কা গোল্লা হ্যায়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১) মুসনাদে ইমাম আহম, ১/১৮৫, হাদীস: ৬৪৯।

www.dawateislami.net

পরকালের মুসিবত সহ্য হবেনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনা করা হাদীস শরীফ থেকে আমাদের এই শিক্ষা মিলে যে, যদি আমাদের উপর কখনো কোন মুসিবত এসে যায়, তাহলে অধৈর্য প্রকাশ করার পরিবর্তে আমাদের প্রত্যেকের এই মনমানসিকতা তৈরি করা উচিৎ যে, হয়তো আমার মন্দ আমলের শাস্তি আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়াতে দিয়ে দেয়া হচ্ছে! এভাবে আশা করি ধৈর্যধারণ করলে সহজ হয়ে যাবে। **আল্লাহ**র শপথ! মৃত্যুর পরের প্রদানকৃত শাস্তির চেয়ে দুনিয়ার শাস্তি অনেক অনেক সহজ। দুনিয়ার মুসিবত মানুষ সহ্য করে নেয়, কিন্তু আখিরাতের মুসিবত সহ্য করা অসম্ভব। সুতরাং যখনই কোন বিপদ এসে যায়। হয়তো দীর্ঘ সময় পর্যন্ত উপার্জন বিহীন অথবা রোগ ব্যাধি দূরীভূত না হওয়া অথবা সমস্যা সমাধান না হওয়া, তখন সাহস হারাবেন না এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে ধৈর্য, ধৈর্য এবং ধৈর্যধারণের মাধ্যমেই কাজ করুন।

কারবালা ওয়ালাদের চেয়ে বড় মুসিবতগ্রস্ত কে?

মনে রাখবেন! **আল্লাহ পাক** কষ্ট এবং মুসিবত অবতীর্ণ করে আপন প্রিয় বান্দাদের পরীক্ষা করেন এবং তাদের স্তর এবং মর্যাদা কে বৃদ্ধি করেন। সুতরাং চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায়ও উচিত **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির উপর রাজি থাকা আর নফস এবং শয়তান এর ধোঁকায় পড়ে **আল্লাহ পাকের** সত্তার উপর মত বিরোধ এবং অভিযোগ করার পরিবর্তে বুজুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ اَجْمَعِيْن এবং বিশেষ করে কারবালার রক্তিম দৃশ্য কে কল্পনায় আনবে এবং কারবালার শহীদগণ এবং বন্দীগণের উপর

www.dawateislami.net

যে মুসিবত এসেছে এটা স্মরণ করে স্মৃতি শক্তিতে এটা আনার চেষ্টা করবে যে, আমার এই ছোট মুসিবত তাঁদের উপর আগমন কৃত বড় বড় মুসিবতের তুলনায় কিছুই নয়। কিন্তু তারপরও ঐ সব বুযুর্গ ব্যক্তিরা দ্বীনের স্থায়িত্ব এবং মহান **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির খাতিরে ঐ সব মুসিবত এবং কষ্ট সহ্য করেছেন, তাই **আল্লাহ পাক** তাঁদেরকে পুরস্কার এবং সম্মান দিয়ে ধন্য করেছেন এবং আখিরাতে উচ্চ মর্যাদায় আসীন করে দিয়েছেন, যাতে এইরূপ না হয় যে, আমি অধৈর্যের কারণে আখিরাতের স্থায়ী নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাই, এভাবে হযরাতে আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর উপর যে মুসিবত এসেছে তা স্মরণ করবেন। বিশেষ করে হযরত সায়্যিদুনা আইয়ূব عَلَيْهِ السَّلَام এর মুসিবত এবং কষ্ট এবং তার ধৈর্য অনেক প্রসিদ্ধ। এমন কি দোয়া করা হয়, **আল্লাহ পাক** আপনাকে আইয়ূব عَلَيْهِ السَّلَام এর ধৈর্য দান করুক। আসুন আমরা আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর স্মরণ দ্বারা বরকত অর্জনের নিয়্যতে ধৈর্য সম্পর্কে কিছু ঘটনা শুনার সৌভাগ্য অর্জন করি। যেমনিভাবে-

হযরত আইয়ূব عَلَيْهِ السَّلَام এর ধৈর্য

হযরত সায়্যিদুনা আইয়ূব عَلَيْهِ السَّلَام হযরত সায়্যিদুনা ইছহাক عَلَيْهِ السَّلَام এর আওলাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। **আল্লাহ পাক** তাকে সুন্দর আকৃতি, অধিক সন্তান-সন্ততি এবং অধিক ধন সম্পদ ইত্যাদি প্রত্যেক প্রকারের নেয়ামত দিয়েছেন। তারপর তিনি عَلَيْهِ السَّلَام কে পরীক্ষায় ফেললেন এবং তাঁর সকল সন্তান-সন্ততির ঘর সমূহ ধ্বংস হয়ে

www.dawateislami.net

গিয়েছে। সমস্ত জানোয়ার যার মধ্যে হাজারো উট এবং ছাগল ছিল, সব মরে গিয়েছে। সমস্ত ক্ষেত এবং বাগান নষ্ট হয়ে গেছে কিছুই বাকি নেই এবং যখন তিনি عَلَيْهِ السَّلَام কে ঐ সব জিনিস ধ্বংসের এবং নষ্ট হবার সংবাদ দেয়া হতো তখন তিনি عَلَيْهِ السَّلَام **আল্লাহ পাকের** প্রশংসা করতেন এবং বলতেন। আমার কি, যার ছিল তিনিই নিয়ে গেছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে দিয়েছেন এবং আমার কাছে রেখেছেন তার কৃতজ্ঞতাও আদায় করতে পারবো না। আমি তার সন্তুষ্টির উপর রাজি আছি, তারপর তিনি عَلَيْهِ السَّلَام অসুস্থ হলেন। তাঁর বিবি সাহেবা তাঁর সেবা করতে রইলেন এবং এ অবস্থা বছরের পর বছর রইল। অতঃপর তিনি عَلَيْهِ السَّلَام সুস্থ হলেন এবং **আল্লাহ পাক** পূর্বের সকল নেয়ামত বরং তার চেয়েও বেশি তাঁকে পুনরায় দান করলেন।[১]

হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام এর ধৈর্য

হযরত সায়্যিদুনা ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام এর ভাইয়েরা তিনি عَلَيْهِ السَّلَام কে অন্ধকার কূপে ফেলে দিলেন, তখন একটি বণিক কাফেলা তিনি عَلَيْهِ السَّلَام কে ঐ কূপ থেকে বের করলেন এবং মিশরে নিয়ে গিয়ে গোলাম হিসেবে বিক্রি করে দিলেন। সেখানে তিনি عَلَيْهِ السَّلَام এর উপর বিভিন্ন প্রকারের পরীক্ষা এসেছে। তিনি عَلَيْهِ السَّلَام নির্দোষ তা নিশ্চিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি عَلَيْهِ السَّلَام কে জেলখানায় বন্দী করা হয়েছে, যেখানে তিনি عَلَيْهِ السَّلَام কে কয়েক বছর পর্যন্ত বন্দী

(১) খাযায়িনুল ইরফান, পারা ১৭, সূরা আম্বিয়া, আয়াতের পাদটিকা ৮৩। আজায়েবুল কুরআন মায়া গারাইবিল কুরআন, ১৭৮ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

অবস্থায় কষ্টের মুখোমুখী হতে হয়েছে। এইরূপ কষ্ট পাওয়া সত্ত্বেও তিনি عَلَيْهِ السَّلَام ধৈর্যের আঁচল ছাড়লেন না। অত্যন্ত ধৈর্য এবং কৃতজ্ঞতার সাথে এই কষ্ট সহ্য করতে থাকলেন এবং **আল্লাহ পাকের** দরবারে প্রার্থনা করছেন, হে **আল্লাহ পাক** এই জেলখানা আমার কাছে ঐ মুসিবত থেকে প্রিয় যার দিকে জুলায়খা আমাকে ডাকতেছে। অবশেষে ঐ সময়ও এসেছে যে রাজ্যে **আল্লাহ পাকের** ঐ নবী কে গোলাম হিসেবে বিক্রি করা হয়েছিল সে রাজ্যের খাদ্য মন্ত্রণালয় এর দায়িত্ব এবং প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব তিনি عَلَيْهِ السَّلَام কে অর্পন করা হয়েছে, আর এভাবে মিশরের বাদশাহীর কর্তৃত্ব তিনি عَلَيْهِ السَّلَام এর অর্জন হয়েছে।[১]

হযরত ইয়াকুব عَلَيْهِ السَّلَام এর ধৈর্য

হযরত সায়্যিদুনা ইয়াকুব عَلَيْهِ السَّلَام নিজের ছেলে হযরত সায়্যিদুনা ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام এর বিচ্ছেদে এত বেশি কান্নাকাটি করেছেন যে, কাঁদতে কাঁদতে অধিক পেরেশানীর কারণে দূর্বল হয়ে গেলেন এবং তার চোখের দৃষ্টিশক্তি চলে গেল, কিন্তু তিনি عَلَيْهِ السَّلَام ঐ অবস্থায়ও ধৈর্যশীল এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী ছিলেন এবং ভারাক্রান্ত আওয়াজে বললেন, ধৈর্যধারণ করাই ভাল। অবশেষে হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام এর জামা (অর্থাৎ কোর্তা মোবারক) তার চোখের উপর রাখা হলো, যার দ্বারা তাঁর চোখের জ্যোতি পূর্বের ন্যায় ফিরে এলো।[২]

---

(১) আজায়েবুল কুরআন মায়া গারাইবিল কুরআন, ১৩৩-১৩৭ পৃষ্ঠা।
(২) আজায়েবুল কুরআন মায়া গারাইবিল কুরআন, ১৩৯ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

নবীদের সরদার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ধৈর্য

মক্কা বাসীদের দুশমনি এবং অবাধ্যতার কারণে যখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ঐ সব লোকের ঈমান আনার কোন আলামত দৃষ্টি গোচর হচ্ছেনা, তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইসলাম প্রচারের জন্য মক্কার নিকটবর্তী আশেপাশের বস্তীর দিকে রওয়ানা হলেন। সুতরাং এরই ধারাবাহিকতায় **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তায়েফ এর দিকে সফর করলেন। ঐ সফরে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গোলাম হযরত সায়্যিদুনা জায়েদ বিন হারেছা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ও সফর সঙ্গী হিসেবে ছিলেন। তায়েফে বড় বড় আমির এবং সম্পদশালী লোক থাকত, ঐসব নেতাদের মধ্যে আমরের বংশধর কে সব গোত্রের সরদার গণ্য করা হতো। তারা তিন ভাই ছিল, আবদয়ালাইল, মাসউদ এবং হাবিব। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঐ তিন জনের নিকট তাশরীফ নিয়ে গেলেন। ঐ তিন জন ইসলাম গ্রহণ করলেননা বরং অত্যন্ত অসভ্য এবং বেয়াদবি মূলক উত্তর দিলেন। ঐসব দূর্ভাগারা এতে ক্ষান্ত হয় নাই বরং তায়েফের অসৎ অসভ্য লোকদেরকে উৎসাহিত করলো যেন তারা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে অসৎ আচরণ করে। সুতরাং অসৎ এই অসভ্যের দল চারিদিক থেকে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পিছু নিল, এই সব অসৎ লোকেরা তার উপর পাথর নিক্ষেপ করতে লাগল, এমন কি তাঁর পবিত্র কদম আঘাতে রক্তাক্ত হয়ে গেল[১] এবং তাঁর মোজা এবং জুতা মোবারক রক্তে ভরে গেল। যখন

(১) শরহুয যুরকানী আলাল মাওয়াহেব, ২/৫০।

www.dawateislami.net

হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আঘাতের কারণে অস্থির হয়ে বসে যেতেন, তখন ঐ জালেমরা অত্যন্ত কঠোরভাবে বাহু ধরে উঠাতো আর যখন তিনি চলতেন তখন তারা আবার পাথর নিক্ষেপ করা আরম্ভ করতো এবং সাথে সাথে ঠাট্টা করতো, গালি দিত, তালি বাজাত এবং হাসি-তামাশা করতো। হযরত জায়েদ বিন হারেছা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ দৌঁড়ে গিয়ে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি নিক্ষেপকৃত পাথরগুলোকে নিজের শরীরে নিয়ে নিতেন এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে বাঁচাতেন, এমন কি তিনিও রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেলেন এবং আঘাতের কারণে দূর্বল হয়ে গেলেন।[১]

তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَآاُوْذِیَ اَحَدٌ مِّثْلَ مَآاُوْذِیْتُ فِی اللهِ অর্থাৎ **আল্লাহ পাকের** রাস্তায় আমাকে যেভাবে কষ্ট দেওয়া হয়েছে সেভাবে অন্য কাউকে কষ্ট দেয়া হয়নি।[২] যখন কাফেরদের পক্ষ থেকে আসা কষ্ট সীমা অতিক্রম করতো, তখন **আল্লাহ পাক আপন মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মনোতুষ্টি এবং প্রশান্তি দানের জন্য আয়াত অবতীর্ণ করতেন। যাতে পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর উপর আগমনকারী মুসিবত এবং পেরেশানী ও তাঁদের সাথে অসদাচরণ কারীদের ধ্বংসের আলোচনা হতো, যেমন **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

(১) মাওয়াহেবুল্লা দুনিয়া, ১/১৩৬।
(২) কানযুল উম্মাল, ২/৫৬, হাদীস: ৫৮১৫।

www.dawateislami.net

وَ لَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا وَ اُوْذُوْا حَتّٰۤى اَتٰىهُمْ نَصْرُنَا ۚ

(পারা: ৭, সূরা: আনআম, আয়াত: ৩৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর আপনার পূর্বেও বহু রাসূলকে অস্বীকার করা হয়েছে, তখন তারা ধৈর্যধারণ করেছিলেন, এ অস্বীকার করা ও কষ্ট পাবার উপর যে পর্যন্ত তাদের নিকট আমার সাহায্য এসেছে।

অন্য এক স্থানে ইরশাদ করেছেন:

وَ لَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿۱۰﴾

(পারা: ৭, সূরা: আনআম, আয়াত: ১০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর নিশ্চয় হে মাহবুব! আপনার পূর্বে রাসূলগণের সাথেও ঠাট্টা বিদ্রুপ করা হয়েছে। সুতরাং ঐ সবলোক, যারা তাদের সাথে ঠাট্টা বিদ্রুপ করতো, তাঁদের ঠাট্টা তাদেরকেই পেয়ে বসেছে।

সদরুল আফাযিল, হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈমউদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতে কারিমার ব্যাখ্যায় বলেন: এতে নবী করিম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে শান্তনা এবং প্রশান্তি দিয়েছেন, যাতে তিনি পেরেশান এবং চিন্তাগ্রস্থ না হন। কাফেরদের আগের নবীদের (عَلَيْهِمُ السَّلَام) সাথেও এই রীতি ছিল এবং তার পরিণতিও তাদের ভোগ করতে হয়েছে, আর মুশরিকদের জন্য সাবধানতা যে, পূর্বের উম্মতদের অবস্থা থেকে শিক্ষা অর্জন করা, আর আম্বিয়া عَلَيْهِمُ السَّلَام এর সাথে আদব রক্ষা করে চলা, যাতে পূর্ববর্তীদের মত আযাবে লিপ্ত না হয়।

www.dawateislami.net

ধৈর্যধারণের স্থান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এবং সায়্যিদুল আম্বিয়া صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র জীবনী থেকে জানা যায়। ঐ সব পবিত্র আত্মা ইসলামের গাছের সেচকার্য এবং **আল্লাহ পাকের** দ্বীনের জন্য নিজের পরিবার পরিজন, সমস্ত ধন দৌলত, ক্ষুধা, পিপাসা এমন কি নিজের জান পর্যন্ত কুরবান করে দিয়েছেন। কিন্তু এত মুসিবত এবং কষ্ট পাওয়া সত্ত্বেও কখনো নিজের মুখে অভিযোগ করেননি এবং সব সময় ধৈর্য এবং প্রশান্তির বাহু আঁকড়ে ধরে রেখেছেন। আমাদেরও তাঁদের বরকতময় জীবন থেকে শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে ধৈর্য এবং কৃতজ্ঞতার সাথে জীবন অতিবাহিত করা উচিৎ। আজকাল আমরা কিছু কিছু এমন বিষয়ে অস্থির হয়ে যাই যে, অথচ ঐ সব বিষয়ে মনক্ষুন্ন এবং বিষন্ন হবার পরিবর্তে প্রতিটি মূহুর্তে ধৈর্যধারণ করে অতি সহজেই প্রতিদান এবং সাওয়াব অর্জন করতে পারি। যেমন রাস্তায় পতিত কলার খোশার উপর পা পিছলে গেল। হোঁচট লাগল। তা অভিযোগ করার এবং অন্যদেরকে শুনানোর পরিবর্তে যদি ধৈর্যধারণ করে তাহলে প্রতিদান মিলবে। এটা সত্য যে আবোল তাবোল বলার কারণে আঘাতও ভাল হবেনা এবং সাওয়াবও মিলবেনা বরং ক্ষতির উপর ক্ষতি হবে। রাস্তায় চলার সময় কারো সাথে ধাক্কা লেগে গেল, তার সাথে ঝগড়া করার পরিবর্তে ধৈর্যধারণ করা উচিৎ। গাড়ি চালানোর সময় কোন গাড়ির সাথে সংঘর্ষ লেগে গেল। গাড়ির চালক উল্টা পাল্টা কিছু বলে দিল। আমরা কোথাও যাচ্ছিলাম। সড়কের উপর ট্রাফিক জ্যাম লেগে গেল। অত্যন্ত গরম ও পড়ছে।

www.dawateislami.net

হর্ণের আওয়াজে কান ফেটে যাচ্ছে। এই রকম অবস্থায় অনেক লোক বক বক করে এবং গালি দেয়। অথচ এইরূপ করার কারণে ট্রাফিক জ্যাম চলে যায় না। হায়! সে যদি কিছুক্ষণ চুপ থাকত, তাহলে ধৈর্যধারণ করার সাওয়াব পেত। কেউ কথার মধ্যখানে কেটে দিল, কংকর নিক্ষেপ করল, ধিক্কার দিল। ঘরে ভাই বোনেরা ঠাট্টা করল। প্রতিবেশী ভাল আচরণ করেনি অথবা কেউ সীমালঙ্গন করল। মসজিদে জুতা চুরি হয়ে গেল, পকেট কাটা গেল। কেউ উপর থেকে চাবুক নিক্ষেপ করল। কেউ কথায় কর্তন করল। আপনি সুন্নাতে ভরা বয়ান করলেন, তখন কেউ অনর্থক সমালোচনা করল অথবা আওয়াজ এবং অন্য বিষয়ে ঠাট্টা করল। কেউ কোথাও মেহমান হল, চা-পানি পান করা বিষয়ে জিজ্ঞেস করেনি। সুন্নাত মোতাবেক পানাহার করতেছিল, তখন কেউ অবজ্ঞা করল। কখনো ঘরের বিদ্যুৎ চলে গেল, পানি বন্ধ হয়ে গেল। ঘরের মালিক বা ভাড়া দানকারী জুলুম করল। বাস ইত্যাদি যানবাহনে ভিড়ের কারণে কেউ আপনার পায়ের উপর আপন পা রাখল। কেউ সিগারেট পান করতেছিল অথবা কোন প্রকারের দুর্গন্ধের কারণে যখনই কষ্ট হয়। নিজের গাড়ি ইত্যাদিতে কোন ক্ষতি হয়ে গেল, কোন অংশ ভেঙ্গে গেল, ছিদ্র হয়ে গেল। রাস্তায় কাদার কারণে পেরেশান হয়ে গেল, খাবার ইত্যাদিতে লবণ মরিচ কম-বেশি হয়ে গেল। কোন তিক্ত জিনিস মুখে এসে গেল, যেমন বাদামের অংশ ইত্যাদি। খাবার গরম ছিলনা, আর স্বভাবে গরম খাবার চাচ্ছিল। ঠান্ডা পানি পান করার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু স্বাভাবিক পানি মিলল। চা বা পানি কিছু খাওয়ার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সুযোগ হলনা,

www.dawateislami.net

যার কারণে স্বভাবে কিছু পেরেশানি আসল। কেউ গালি দিল, অথবা কেউ এমন কথা বললো, যা অপছন্দ হলো। ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অপছন্দনীয় লেনদেন সামনে আসল। কাজ কর্ম কম হলো, কেউ ধোঁকা দিল। মালিক বদ মেজাজি অথবা চাকর অসৎ চরিত্রের। কেউ থুথু নিক্ষেপ করল আর তা আপনার উপর এসে পড়ল। কোন কারণে পা পিছলে হোঁচট খেল। কেউ ভুলবশতঃ কিছু তিক্ত কথা শুনিয়ে দিল ইত্যাদি ইত্যাদি, এই ধরণের বিষয় সাধারণত সব সময় হয়। এসব স্থানে ধৈর্যধারণ করুন, আর প্রতিদান অর্জন করুন। এসব স্থানে সাধারণত ধৈর্যহীন লোক বক বক করে, গালি পর্যন্ত দিতে শুনা যায়। এখন যা হবার হয়ে গেছে, অনর্থক ধৈর্যহীনতা প্রকাশ করার কারণে কষ্ট বা পেরেশানি দূর হবেনা। অতপর ধৈর্যধারণ করে প্রতিদানের ভান্ডার কেন অর্জন করবো না।

ধৈর্য ধারণ প্রথম আঘাতের উপর

স্মরণ রাখবেন যে পরিপূর্ণ ধৈর্যধারণ ঐ অবস্থায় বলা হবে যখন আপনি আঘাত পেতেই তা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করবেন। কিছু লোক নিজের অন্তরের সকল আক্রোশ এভাবে বের করার পর বলে আমি ধৈর্যধারণ করেছি। অথচ পেরেশানি এবং বিলাপের পর ধৈর্যধারণ করার দ্বারা এটা নয় যে, যার উপর প্রতিদান এবং সাওয়াবের আশা করা যাবে। সুতরাং

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত: **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم একজন মহিলার পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করতে ছিলেন,

www.dawateislami.net

যে একটি কবরের পার্শ্বে কান্নাকাটি করতে ছিল। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: **আল্লাহকে** ভয় করো এবং ধৈর্যধারণ করো। সে মহিলাটি **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে চিনতে পারেনি, অতঃপর মহিলাটি বলল: আপনি চলে যান এবং আমাকে আমার অবস্থায় ছেড়ে দেন। আপনি কি অবগত আছেন যে, আমার উপর কি মুসিবত এসেছে। যখন তাকে বলা হলো উনিই **নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, তখন সে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাছে উপস্থিত হলেন। প্রহরীদের না পেয়ে সে (অপারগ হিসেবে বলল) আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। (এখন আমি ধৈর্যধারণ করতেছি) **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: ধৈর্যধারণ তো আঘাতের প্রাথমিক সময়ে হয়ে থাকে।[১]

অর্থাৎ প্রকৃত ধৈর্যধারণ ঐটাই যা আঘাতের প্রথমে করা হয়, না হয় মুসিবত চলে যাবার পর প্রশান্তি আসা ধৈর্যধারণ নয় বরং পেরেশানী ভুলে যাওয়া। যখন মুসিবতের শুরুতে হঠাৎ এমন ঝাকুনি লাগে যে ঐ সময়ের উপর স্থির থাকা এবং তকদীরের উপর রাজি থাকা প্রকৃত ধৈর্যধারণ দ্বারাই একমাত্র সম্ভব। এটাও বলা হয়েছে যে প্রতিদান মুছিবরেত উপর মিলেনা। কেননা তা মানুষের আয়ত্বধীন হয়না। অবশ্যই প্রতিদান এবং সাওয়াব ভাল নিয়্যত এবং মুসিবতের উপর সবরে জামিল এর মাধ্যমেই মিলে।[২]

হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাদ্বা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم হযরত আশআস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে বললেন: যদি তুমি ধৈর্যধারণ করতে চাও,

(১) বুখারী, ১/৪৩৩, হাদীস: ১২৮৩।
(২) উমদাতুল ক্বারী, ৬/৯৪, তাহতাল হাদীস: ১২৮৩ ।

www.dawateislami.net

তাহলে ঈমান এবং প্রতিদান এর আশায় ধৈর্যধারণ করো! না হয় প্রাণীদের মতোই ধৈর্যধারণ হয়ে যাবে।[১]

ধৈর্য ধারণ আল্লাহ পাকের দানে অর্জিত হয়

এটাও স্মরণ রাখবেন যে, ধৈর্যধারণ **আল্লাহ পাকের** সামর্থ্যের দ্বারা মিলে। সুতরাং কোন ব্যক্তি নিজের ধৈর্য এবং নিয়ন্ত্রণ শক্তিকে কখনো নিজের পরিপূর্ণতা মনে না করে বরং এটাকে **আল্লাহ পাকের** দান মনে করে এবং এটার উপর **আল্লাহ পাকের** কৃতজ্ঞতা আদায় করে যে, তিনি আমার কল্যাণের জন্য আমার থেকে পরীক্ষা নিচ্ছেন। অতঃপর ধৈর্যধারণ করার সামর্থ্যও দিয়েছেন। মলফুযাতে আলা হযরত এ রয়েছে, হযরত আইয়ুব عَلَيْهِ السَّلَام কতদিন পর্যন্ত বালা মুসিবতের মধ্যে রইলেন এবং ধৈর্যধারণের পরিণামও কেমন ছিল উল্লেখ করে বলেন: যখন তা থেকে মুক্তি মিলল, তখন বললেন: **হে আল্লাহ!** আমি কেমন ধৈর্যধারণ করেছি? ইরশাদ হলো: আর সামর্থ্য কোন ঘর থেকে আসল? হযরত আইয়ূব عَلَيْهِ السَّلَام নিজের মাথার উপর ধুলো উঠালেন এবং বললেন, নিশ্চয় যদি আপনি সামর্থ্য না দিতেন তাহলে আমি ধৈর্যধারণ কোত্থেকে করতাম।[২]

অবাধ্যদের ভাল অবস্থায় রাখার হিকমত

অনেক সময় মুসলমান নিজের দুরাবস্থা এবং কাফেরদের সুখী (বিলাসিতার) জীবন দেখে শয়তানের কুমন্ত্রণার শিকার হয়ে যায় এবং

(১) কিতাবুল কাবায়ের, ২১৯ পৃষ্ঠা।
(২) মলফুযাতে আলা হযরত, ৪২০ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

তার মনের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের প্রশ্ন সৃষ্টি হয়। অথচ এতেও **আল্লাহ** রব্বুল আলামীন এর অনেক বড় হিকমত লুকায়িত রয়েছে। যেমনিভাবে-

হযরতে সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا বলেন: একজন নবী عَلَیۡہِ السَّلَام আপন প্রতিপালক عَزَّوَجَلَّ এর দরবারে বললেন, হে আমার রব! মুমিন বান্দা আপনার আনুগত্য করে এবং আপনার নাফরমানী (অবাধ্যতা) থেকে বেঁচে থাকে। (কিন্তু) আপনি তার জন্য দুনিয়া সংকীর্ণ করে তাকে পরীক্ষার সম্মুখীন করেন, আর কাফেররা আপনার আনুগত্য করেনা বরং তোমার উপর এবং তোমার নাফরমানী (অবাধ্যতার) উপর দুঃসাহস দেখায়। কিন্তু আপনি তার থেকে মুসিবত দূর করে দেন, আর দুনিয়া প্রশস্ত করে দেন। (এতে হিকমত কি?) **আল্লাহ পাক** তাঁর নিকট ওহী পাঠালেন, বান্দাও আমার এবং মুসিবতও আমার নিয়ন্ত্রণাদিন, আর সবাই আমার হামদ এর সাথে তাসবীহ পাঠ করে। মুমিনের জিম্মায় গুণাহ থাকে তখন আমি তার থেকে দুনিয়া কে দূর করে তাকে পরীক্ষার সম্মুখীন করি, আর এই (পরীক্ষা এবং মুসিবত) তার গুনাহের কাফফারা হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত সে আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে। আর আমি তাকে নেকীর প্রতিদান দিবো, আর কাফেরের (দুনিয়াবী হিসেবে) কিছু নেকী থাকে, আর আমি তার জন্য রিযিক প্রশস্ত করে দিই, আর মুসিবত তার থেকে দূরে রাখি। এভাবে তার নেকীর প্রতিদান দুনিয়াতে দিয়ে দিই, শেষ পর্যন্ত সে যখন মৃত্যুবরণ করবে, তখন আমি তার গুনাহের শাস্তি প্রদান করবো।[১]

(১) ইহইয়াউল উলূম, ৪/১৬২১।

www.dawateislami.net

এভাবে বর্ণিত আছে; **আল্লাহ পাক** বলেন: যখন আমি কোন বান্দার উপর দয়া করার ইচ্ছা করি। তখন তার খারাপ কাজের প্রতিদান দুনিয়াতেই দিয়ে দিই। কখনো রোগ ব্যাধি দ্বারা, কখনো পরিবারে মুসিবত দিয়ে, কখনো রিযিক সংকীর্ণ করে, এরপরও যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে মৃত্যুর সময় তার উপর কঠিন করে দিই শেষ পর্যন্ত যখন সে আমার সাথে সাক্ষাৎ করে তখন গুনাহ থেকে এভাবে পবিত্র হয়ে যায়, যেমনি ভাবে ঐ দিন ছিল, যে দিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছে, আর আমার নিজের সম্মান এবং মহত্বের শপথ! আমি যে বান্দা কে আযাব দেয়ার ইচ্ছা করি তাকে তার সমস্ত নেকীর প্রতিদান দুনিয়াতেই দিয়ে দিই। কখনো শরীরের সুস্থতার দ্বারা, কখনো রিযিকের প্রশস্ততার দ্বারা, কখনো পরিবার পরিজনের ভাল অবস্থা দ্বারা। তারপরও যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তখন মৃত্যুর সময় তার উপর সহজ করে দেয়া হয়। শেষ পর্যন্ত যখন সে আমার সাথে মিলিত হয়, তখন তার নেকী থেকে কিছুই বাকি থাকেনা। যার দ্বারা সে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে পারবে।[১]

বিলাসিতার উপর আত্মগর্ব করো না

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেল যে, গাড়ি, বাংলো, সম্পদ, সুস্থতা এবং বিভিন্ন ধরণের নেয়ামতের আধিক্যতা দেখে আত্মগর্ব করা উচিৎ নয় বরং ভয় করা উচিৎ যে, যাতে এই রকম না হয়, আমাকে আবার ভাল আমলের কারণে প্রতিদান দেয়া হচ্ছে, আর

(১) শরহুস সুদুর, ২৮ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

গুনাহের কারণে আখিরাতে আমার জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তৈরী রয়েছে। এভাবে রোগ-ব্যাধি, দারিদ্রতা, জান মাল এবং সন্তান-সন্ততির এর উপর আগমনকারী আপদ এবং মুসিবতের উপর ইহা চিন্তা করে ধৈর্যধারণ করা উচিৎ যে, হতে পারে এই মুসিবত আখিরাতের শাস্তির পটভূমি। আমরা মুসিবতে শোরগোল করি, আর বিলাসিতার সময় **আল্লাহ পাকের** স্মরণ এবং আখিরাতের চিন্তা থেকে বিমুখ হয়ে যাই। যখন **আল্লাহ পাকের** সৎ বান্দা চিন্তা-পেরেশানিতে ধৈর্য এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার মাধ্যমে **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির উপর রাজি থাকে, আর যদি তাদের নিকট দুনিয়াবী নেয়ামত অধিক হয়, তখন তারা চিন্তাগ্রস্ত হয়ে যায়, যাতে **আল্লাহ পাক** কখনো আমাদের থেকে অসন্তুষ্ট না হয়।

মুসিবতে আনন্দ উদযাপনকারী মহিলা

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে ইয়াসার মুসলিম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একবার আমি ব্যবসার উদ্দেশ্যে বাহরাইন গেলাম। সেখানে আমি দেখলাম, একটি ঘরের দিকে অনেক লোকের আনা গোনা। আমিও সেদিকে রওয়ানা দিলাম। সেখানে গিয়ে দেখলাম একজন মহিলা অত্যন্ত মনক্ষুন্ন এবং চিন্তাগ্রস্ত, পুরাতন ছেঁড়া কাপড় পরিধান করে জায়নামাযের উপর বসল। আর তার চারিদিকে গোলাম এবং খাদিমার সংখ্যা অনেক, তার কয়েকজন ছেলে এবং মেয়ে রয়েছে। ব্যবসার অনেক মালামাল তার মালিকানায় রয়েছে। ক্রেতাদের ভিড় লেগে আছে। ঐ মহিলা প্রত্যেক ধরণের নেয়ামতের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও

www.dawateislami.net

অত্যন্ত চিন্তাগ্রস্ত ছিল। কারো সাথে কথা ও বলছেনা এবং কারো সাথে হাসছেনা।

আমি সেখান থেকে ফিরে এলাম এবং নিজের কাজকর্ম থেকে অবসর হবার পর দ্বিতীয় বার সেই ঘরের দিকে রওয়ানা দিলাম। সেখানে গিয়ে আমি ঐ মহিলা কে সালাম করলাম, সে উত্তর দিল এবং বলতে লাগল। যদি কখনো দ্বিতীয়বার এখানে আসতে হয় এবং কোন কাজ থাকে তাহলে আমাদের কাছে অবশ্যই আসবে। অতঃপর আমি আমার শহরে চলে এলাম। কিছু দিন পর আমাকে দ্বিতীয়বার কোন কাজের জন্য ঐ মহিলার শহরে যেতে হল। যখন আমি তার ঘরে গেলাম তখন দেখলাম সেখানে কোন ধরণের হাসি ঠাট্টা ছিলনা, ছিলনা কোন ব্যবসায়িক পণ্য এবং কোন খাদেম খাদিমা দৃশ্যমান হচ্ছেনা এবং ঐ মহিলার কোন ছেলেকে দেখা যাচ্ছেনা। চারিদিকে নির্জনতা ছেয়ে আছে। আমি অত্যন্ত অবাক হলাম, আর আমি দরজায় আওয়াজ করলাম। তখন ভিতর থেকে কারো হাসি এবং কথা বলার আওয়াজ আসতে লাগল। যখন দরজা খোলা হল এবং আমি ভিতরে প্রবেশ করলাম। তখন দেখলাম ঐ মহিলা এখন অত্যন্ত মূল্যবান এবং সুন্দর রং বিশিষ্ট পোশাক পরিধান করেছিল এবং তাকে অত্যন্ত খুশিও আনন্দিত দেখাচ্ছিল আর তার সাথে শুধু একজন মহিলা ঘরে বিদ্যমান ছিল, সে ছাড়া অন্য কেউ তার সাথে ছিলনা। আমি খুব আশ্চার্য্য হলাম এবং আমি ঐ মহিলাকে জিজ্ঞেস করলাম, যখন আমি গতবার এসেছিলাম তখন তুমি অধিক নেয়ামত পাওয়া সত্ত্বেও চিন্তাগ্রস্ত এবং অত্যন্ত মনক্ষুন্ন ছিলে। কিন্তু এখন খাদেম, খাদিমা এবং সম্পদ না

www.dawateislami.net

থাকার পরও অত্যন্ত খুশি এবং প্রফুল্ল মনে হচ্ছে, এর রহস্য কি? তখন ঐ মহিলা বলতে লাগল, তুমি আশ্চর্যান্বিত হয়োনা। মূলত কথা হচ্ছে এটা যে, যখন তুমি গতবার আমার সাথে মিলেছিলে, তখন আমার নিকট দুনিয়াবী নেয়ামতে ভরপুর ছিল। আমার নিকট ধন ও সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততির আধিক্যতা ছিল। ঐ অবস্থায় আমার এই ভয় হয়েছিলো যে, হয়তো! আমার প্রতিপালক আমার উপর অসন্তুষ্ট। এই কারণে আমার উপর কোন মুসিবত এবং চিন্তা আসেনি। না হয় তাঁর প্রিয় বান্দা পরীক্ষায় এবং মুসিবতে লিপ্ত থাকে। ঐ সময় এটা চিন্তা করে আমি বিমর্ষ এবং চিন্তিত ছিলাম, আর আমি নিজের অবস্থা এভাবে বানিয়ে রেখেছিলাম। এরপরে আমার ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততির উপর ধারাবাহিক মুসিবত আসতে লাগল। আমার সমস্ত সম্পদ নষ্ট হয়ে গেল, আমার সকল ছেলে এবং মেয়ের ইন্তিকাল হয়ে গেল, চাকর এবং খাদিমা সমূহ সব চলে যেতে লাগল এবং আমার সমস্ত দুনিয়াবী নেয়ামত আমার থেকে হারিয়ে গেল। এখন আমি অত্যন্ত খুশি যে আমার প্রতিপালক আমার উপর সন্তুষ্ট। এই কারণে তিনি আমাকে পরীক্ষায় লিপ্ত করেছেন। অতএব আমি এই অবস্থায় নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান মনে করছি। এই কারণে আমি ভাল পোশাক পরিধান করে আছি। তার বিপরীতে কিছু লোক এই রকমও হয় যে, যখন তাদের উপর কোন মুসিবত অথবা পেরেশানী আসে তখন তারা নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলে যায় এবং বিভিন্ন অভিযোগ করে। এমন কি مَعَاذَ الله **আল্লাহ পাকর** উপর মতবিরোধ করে বসে। এই ধরণের ব্যক্তির ভয় করা উচিৎ, কেননা **আল্লাহ পাকের** উপর

www.dawateislami.net

মতবিরোধ করা কুফরী। সুতরাং এই বিষয়ে শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর অনন্য কিতাব "কুফরীয়া কালেমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব" থেকে কিছু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল উপস্থাপন করলাম।

প্রশ্ন: আল্লাহ পাকের উপর মতবিরোধ করা কিরূপ?

উত্তর: অকাট্য কুফরী, আর মোতারিজ (অর্থাৎ মতবিরোধ কারী) কাফের এবং মুরতাদ।

প্রশ্ন: এটাও স্পষ্ট করে দিন মতবিরোধ করা কেন কুফরী?

উত্তর: আল্লাহ পাকের উপর মতবিরোধ থেকে বাঁচার শরীয়াতে আদেশ রয়েছে, আর প্রত্যেক মুসলমানের শরীয়াতের আদেশের আগে মাথা নত। **আল্লাহ পাক** সৃষ্টিকর্তা এবং মালিক, তাঁর সৃষ্টি কৃত বান্দা তার উপর মতবিরোধ করা তাঁর প্রতি বড় ধরণের অবজ্ঞা। مَعَاذَالله যদি মতবিরোধ করার অনুমতি দেওয়া হয় তাহলে যার বুঝে যা আসবে তাই বলতে থাকবে। যেমন: **আল্লাহ পাক** অমুক কাজ কেন করলেন? অমুক কাজ কেন করলেন না? ইহা এই রকম নয় বরং এই রকম করা উচিৎ ইত্যাদি ইত্যাদি। যদি বিচক্ষণতার দিক দিয়েও দেখা হয় তখন ও প্রমাণ হয় মতবিরোধ করা ভুল। কেননা মতবিরোধ প্রতিষ্ঠিত উহার উপর যাতে কোন অপরিপক্কতা হয় এবং ভুলের সমাধান ইত্যাদি হয়। যখন রাব্বুল আলামীন এর পবিত্র সত্তা প্রত্যেক ধরণের অপরিপক্কতা এবং ভুল থেকে পবিত্র। সেখানে এগুলোর প্রশ্ন আসেনা। হ্যাঁ এই ব্যাপারটি পৃথক যে জ্ঞানের দিক দিয়ে অসম্পূর্ণ বান্দার কিছু বিষয়ের হেকমত বুঝে আসেনা। সব সময় একজন

www.dawateislami.net

মুসলমানের উচিৎ **আল্লাহ পাকের** প্রত্যেক কাজকে হেকমতের উপর প্রতিষ্ঠিত হিসেবে বিশ্বাস করা। তা বুঝে আসুক বা না আসুক। মুখের উপর আসা বক্রতা অন্তরে স্থান দেবেনা। এই বিষয়ে ফতোয়ায়ে রযবীয়া শরীফ ২৯তম খন্ডের মধ্যে বিদ্যমান একটি বিস্তারিত ফতোয়া থেকে অতি সহজভাবে উপস্থাপন করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। "মতবিরোধ করা কুফরী কেন?" তার উত্তর اِنْ شَآءَ الله খুব ভালভাবে বুঝে আসবে। সুতরাং আমার আক্বা আলা হযরত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন:

সত্তর হাজার যাদুকর সিজদায় পড়ে গেলেন

ইবনে জারির হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيْهِ السَّلَام কে **আল্লাহ পাক** রাসূল হিসাবে ফেরাউনের কাছে পাঠালেন। হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: তখন আওয়াজ হল, হে মূসা! ফেরাউন ঈমান আনবেনা। মূসা عَلَيْهِ السَّلَام মনে মনে বললেন: অতএব আমার যাবার মধ্যে উপকারিতা কি? এর জবাবে ১২ জন সম্মানিত ফেরেস্তাদের আলেম বললেন, হে মূসা! আপনাকে যেখানে যাওয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে, সেখানে যান। এটা ঐ রহস্য যা জানার চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও (অর্থাৎ চেষ্টা সত্ত্বেও) আজ পর্যন্ত আমাদের কাছেও প্রকাশ করা হয়নি। আর অবশেষে প্রেরণের উপকারিতা (রাসূল পাঠানোর উপকারিতা) সবাই দেখলেন, খোদার দুশমন ধ্বংস হলেন। খোদার বন্ধুগণ তাঁর (অর্থাৎ হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর) গোলামী গ্রহণ করে আযাব থেকে মুক্তি পেল। এক

www.dawateislami.net

মজলিশে সত্তর হাজার যাদুকর সিজদায় পড়ে গেলেন এবং এক কণ্ঠে বললেন:

اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۱۲۲﴾
رَبِّ مُوْسٰى وَ هٰرُوْنَ ﴿۱۲۲﴾
(পারা: ৯, সূরা: আরাফ, আয়াত: ১২১,১২২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আমরা ঈমান এনেছি, বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের উপর যিনি মূসা এবং হারুন এর প্রতিপালক।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! স্মরণ রাখুন, আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام নিষ্পাপ, তারা কখনো **আল্লাহ পাকের** উপর মতবিরোধ করতেন না। সায়্যিদুনা মূসা কালিমুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর অন্তরে খেয়াল আসা مَعَاذَالله, মতবিরোধের ভিত্তিতে নয় বরং হেকমতের উপর চিন্তা করেন, তিনি عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে হিকমত কানে শুনানো এবং বলার পরিবর্তে চোখে দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে, আর সে এ ফেরাউন যে শাকিয়ে আযালী (সর্বদার জন্য দূর্ভাগা) ছিল। এই জন্য ঈমান আনেনি। কিন্ত তিনি عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এই আযালী কাফেরের নিকট নেকীর দাওয়াত দেওয়ার সাওয়াব অর্জনের জন্য তশরীফ নিয়ে যাবার বরকতে সত্তর হাজার যাদুকর ঈমান নিয়ে আসলেন।

আমার আক্বা আলা হযরত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরও বলেন: **আল্লাহ পাক** সব কিছুর উপর সক্ষম ছিল এবং আছে। কোন নবী (আসমানী) কিতাব ছাড়া সারা পৃথিবীর মানুষকে এক মুহূর্তে সঠিক পথ প্রদর্শন করতে পারেন।

www.dawateislami.net

وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدٰى فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ﴿۳۵﴾

(পারা: ৭, সূরা: আনআম, আয়াত: ৩৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর আল্লাহ চাইতেন তাদের কে সঠিক পথ প্রদর্শনের উপর একত্রিত করে দিতেন, তখন হে শ্রবণকারী তোমরা মুর্খ থাকতেনা।

আল্লাহ চাইলে কারো ক্ষুধা লাগতোনা

কিন্তু তিনি দুনিয়াকে সৃষ্টির কারণ বানিয়েছেন এবং প্রত্যেক নেয়ামতে নিজের পরিপূর্ণ হিকমত অনুযায়ী বিভিন্ন অংশ রেখেছেন। তিনি চাইলে মানুষ প্রভৃতি জীবদের ক্ষুধা পর্যন্ত লাগতোনা অথবা ক্ষুধা আসলেও কারো পবিত্র নাম নেওয়ার কারণে কোন কিছুর বাতাস গ্রহণের কারণে পেট ভরে যেত। জমিন চাষ (অর্থাৎ হাল চালানো) থেকে রুটি পাকানো পর্যন্ত যে অত্যন্ত কষ্ট হয়, তা কারো হতোনা। কিন্তু তিনি এটাই চেয়েছেন, আর এতেও অসংখ্য মতানৈক্য (পার্থক্য) রেখেছেন। কাউকে এত বেশি দিয়েছেন যে লক্ষ পেট তার দ্বারা পূর্ণ করান, আর কাউকে তার পরিবার পরিজনের সাথে তিন দিন পর্যন্ত অনাহারে অতিবাহিত করান। প্রত্যেক জিনিসে উদ্দেশ্য

اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ؕ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

(পারা: ২৫, সূরা যুখরুফ, আয়াত: ৩২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহ কি তারা বন্টন করে, আমি তাদের মধ্যে তাদের জীবন সামগ্রী পার্থিব জীবনেই বন্টন করেছি।

www.dawateislami.net

কি বেহায়াপনা (কিন্তু) নির্বোধ বিবেকহীন, সবচেয়ে বড় মুর্খ অত্যন্ত মুর্খ পথভ্রষ্ট সে, যে তাঁর সম্মানিত (মহান দরবারে) তে আপত্তি করে, কেন এটা করেছেন, এটা কেন করেন নি?

তার শান-

يَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ﴿۲۷﴾

(পারাঃ ২৩, সূরা ইবরাহীম, আয়াতঃ ২৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আল্লাহ যা চায় করে।

তার শান-

اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿۱﴾

(পারাঃ ৬, সূরাঃ মায়েদা, আয়াতঃ ১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ নিশ্চয় **আল্লাহ** যাহা চান আদেশ করেন।

তার শান-

لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْـَٔلُوْنَ ﴿۲۳﴾

(পারাঃ ১৭, সূরাঃ আম্বিয়া, আয়াতঃ ২৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ তিনি যা করেন সে সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করা যায়না, আর তাদের সবার থেকে প্রশ্ন করা হবে।

হাজার ইট বন্টনের উত্তম উদাহরণ

যায়েদ রূপার হাজার ইট কিনলেন। ৫০০ মসজিদে লাগালেন, ৫০০ পায়খানার জমিন এবং W.C অর্থাৎ যার উপর বসে পায়খানার প্রয়োজন সারে তাতে লাগালেন। কেউ কি এতে জড়িত ছিল এক হাত বিশিষ্ট তৈরীকৃত একই মাটি থেকে তৈরীকৃত এক ভাটা থেকে পাকানো, এক জাতীয় রূপা দিয়ে ক্রয়কৃত, হাজার ইট ছিল, ঐ

www.dawateislami.net

৫০০ ইটে কি সৌন্দর্য ছিল মসজিদে ব্যবহার করলেন? আর ঐ ৫০০ ইটে কি দোষ ছিল যা পায়খানা বা নাপাক স্থানে রাখলেন। যদি কোন নির্বোধ ঐ ব্যক্তি (নিজের ইচ্ছায় ইট ক্রয় করে ব্যবহারকারী) থেকে জিজ্ঞাসা করে, তখন সে এটাই বলবে যে আমার মালিকানা ছিল আমি যা চেয়েছি, করেছি।

বাদশাহের সাথে ঝগড়া করে এমন ফকিরকে কেউ বুদ্ধিমান বলেনা

যখন রূপক (গাইরে হাকিকি) মিথ্যা মালিকানার এই অবস্থা, প্রকৃত সত্য মালিকানার কি অবস্থা হবে। আমাদের এবং আমাদের জান-মাল এবং সমস্ত পৃথিবীর তিনিই একমাত্র পাক, খাঁটি, সত্য মালিক তাঁর কাজ তাঁর বিধি বিধানে কারো নি:শ্বাস ফেলার (নি:শ্বাস ফেলার দু:সাহস) কি অর্থ, কেউ কি তার বরাবর অথবা তার উপর অফিসার আছে, যে তাকে কেন এবং কি এগুলো বলবে। সর্ব সাধারণের মালিক (অর্থাৎ সবকিছুর মালিক, প্রত্যেক কাজের মালিক এবং ক্ষমতাবান) অতুলনীয় (তথা যিনি শরীক থেকে পবিত্র) যা চেয়েছেন করেছেন, আর যা চাইবেন করবেন, লাঞ্ছিত ফকির, শক্তিহীন তুচ্ছ যদি মহাপরাক্রমশালী বাদশাহের সাথে ঝগড়া করে, তাহলে সে তার মাথা ভাঙ্গলো, নিজিকে বিপদের সম্মুখীন করলো, ঐ বাদশাহের সাথে ঝগড়াকারী ব্যক্তিকে প্রত্যেক বিবেকবান (বুদ্ধিমান) এটাই বলবে, নির্বোধ, বেয়াদব নিজের সীমানায় থাকো। যখন নিশ্চিত অবগত যে, বাদশাহ পরিপূর্ণ ন্যায় বিচারক এবং সমস্ত গুণে পরিপূর্ণ

www.dawateislami.net

এবং অদ্বিতীয়, তখন তোমার তাঁর বিধি বিধানে হস্তক্ষেপ করার কি ক্ষমতা রয়েছে।[১]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসলে বর্তমানে ঈমান রক্ষার মনমানসিকতা অত্যন্ত কমে গেছে। মুখ লাগামহীন হয়ে গেছে। অধিকাংশের অবস্থা এই রকম যে, যা মুখে আসে বকে চলে যায়। আর রব তায়ালার সন্তুষ্টির উপর রাজি থাকার পরিবর্তে অনর্থক মতবিরোধ করতে দেখা যায়। যার কারণে নিজেই ঈমান থেকে হাত ধোঁয়ে বসে আছে। আসুন ঈমানের রক্ষার জন্য মুসিবতের স্থলে বলা কুফরী বাক্যের কিছু উদাহরণ দেখুন এবং তা থেকে বাঁচার মনমানসিকতা তৈরী করে নিন।

মুসিবতের স্থলে উচ্চারিত কুফরী বাক্য সমূহের উদাহরণ

(১) যে ব্যক্তি মুসিবত পৌঁছার কারণে বলল: হে **আল্লাহ**! আপনি মাল নিয়ে নিলেন, অমুক জিনিস নিয়ে নিলেন, এখন কি করবেন? এখন কি চান? অথবা এখন কি বাকি রইল? এই বাক্য কুফরী।

(২) কোন মিসকিন নিজের মুখাপেক্ষিতা দেখে এটা বলল: হে **আল্লাহ**! অমুকও তোমার বান্দা, তাকে তুমি কত নেয়ামত দিয়ে রেখেছ? আমিও তোমার বান্দা আমাকে কত চিন্তা এবং কষ্ট দিচ্ছেন, অতএব এটা কি ধরণের ইনসাফ? এই ধরণের বলা কুফরী।

(৩) আপনার **আল্লাহ** ঐ জালেম ব্যক্তি কে কিছু দেখায় নাই, এটা কুফরী বাক্য।

---

(১) কুফরিয়া কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, ১৪১-১৫২ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

(৪) যদি কেউ রোগ ব্যাধি, রোজগারহীনতা, দারিদ্রতা অথবা কোন মুসিবতের কারণে **আল্লাহ পাকের** উপর মতবিরোধ করতে গিয়ে বললেন: হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার উপর কেন জুলুম করো? অথচ আমি তো কোন গুনাহই করি নাই, তখন সে কাফের।

(৫) **আল্লাহ** সর্বদা অসৎ লোকদের সঙ্গ দিয়েছেন, এটা কুফরী বাক্য।

(৬) **আল্লাহ** অসহায়দেরকে আরও পেরেশান করেছেন, এটা কুফরী বাক্য।[১]

মুসলমানদের ঈমান হিফাযতের স্পৃহা জাগ্রত করার লক্ষ্যে শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এই সঙ্কটপূর্ণ বিষয়ে কলম ধরেছেন এবং পরিশ্রম ও কষ্টের পর অধিক বিষয়ের কিতাবের দিকে লক্ষ্য রেখে নিজের বরকতময় স্বভাব অনুযায়ী অত্যন্ত সহজ শব্দ দিয়ে "কুফরিয়া কালেমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব" এর নামে একটি অদ্বিতীয় কিতাব সংকলন করলেন। **আল্লাহ পাকের** অনুগ্রহ এবং দয়ায় এই কিতাবকে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এত আপ্রাণ চেষ্টা (প্রাণপণ চেষ্টা) এবং সতর্কতার সাথে সংকলন করেছেন যে, অতিরঞ্জন ছাড়া উর্দু ভাষায় কুফরীয়া কালিমাত এর চিহ্নিত করণের জন্য এর চেয়ে অধিক একত্রকারী, উপকারী এবং গুরুত্বপূর্ণ কিতাব আজ পর্যন্ত দেখা যায়নি। সুতরাং আবশ্যকতা এটার উপর যে

(১) কুফরিয়া কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, ১৭৯ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

আমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেক ইসলামী ভাই বার বার এই কিতাব খানা ভাল ভাবে পড়তে থাকে এবং তাতে বর্ণনা কৃত বিধি বিধানের আলোকে মুখকে শুধু কুফরীয়া নয় বরং অতিরিক্ত কথাবার্তা থেকেও বাঁচাবে। আর অধিকহারে জিকির দরূদ এর মধ্যে নিমজ্জিত রাখার অভ্যাস গড়ে তুলবে।

শান্তনা পূর্ণ লেখা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ১০ই মুহাররমুল হারাম ১৪৩১ হিজরি বাবুল মদীনা (করাচীর) একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারখানায় আগুন লেগে কিছু লোকের মাল এবং অন্যান্য আসবাব পত্র জ্বলে ছাই হয়ে গেল এবং ঐ সব অসহায় লোক বড় মুসিবত এবং পরীক্ষার সম্মুখীন হলেন। শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাদের শান্তনা এবং মনোতুষ্টির জন্য মুসিবতের উপর ধৈর্য ধারণের জন্য নসীহত এবং নেকীর দাওয়াত সম্বলিত একটি চিঠি প্রেরণ করলেন। আসুন আমীরে আহলে সুন্নাতের ঐ লিখিত পত্র দেখি, এটার বরকতে اِنْ شَآءَ الله আমাদেরও মুসিবতের উপর ধৈর্যধারণ করার জন্য অনেক কিছু শিখার সুযোগ মিলবে। অনুরূপভাবে এটাও অবগত হওয়া যাবে যে মনোতুষ্টি কিভাবে করা হয়। সুতরাং শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه লিখেন।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ সগে মদীনা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী এর পক্ষ থেকে সমস্ত মুছিবত গ্রস্থ শোহাদায়ে কারবালা যারা আশুরার দিন শাহাদাত বরণ করেছিলেন, তাদেরকে সালাম।

www.dawateislami.net

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ عَلٰى كُلِّ حَال

ঘর লুটানা জান দেনা কুয়ী তুঝ ছে সিকজায়ে,
জানে আলম হো ফিদা আয় খানদানে আহলে বায়ত।

এবারের ১৪৩১ হিজরির আশুরার দিন আপনার জন্য কঠিন পরীক্ষা নিয়ে এসেছে। বাবুল মদীনা (করাচীর) সুবাসিত রাজপথ অর্থাৎ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ রোড এলাকায় শক্তিশালী বিস্ফোরণ হলো। চারিদিকে মানুষের অঙ্গ ছড়িয়ে পড়েছে। লাশ গুলোর স্তুপ ছড়িয়ে পড়ে। আহতদের চিৎকার এবং আর্তনাদ আকাশ কেঁপে উঠল। শত কোটি আফসোস! **আল্লাহকে** ভয় করার এবং এই স্বরণ কালের দুর্যোগ থেকে শিক্ষগ্রহণ করার পরিবর্তে আমাদের এখানের কিছু জালেম স্বভাবের লোক, চতুস্পদ জন্তুর ন্যায় ব্যক্তি আরও অধিক বর্বরতা নিয়ে নেমে আসে এবং নিয়মানুযায়ী আগুন এবং রক্তের সাথে খেলায় লিপ্ত হয়ে লুটপাট চালাল। যেখানে যেখানে পেয়েছে তাতে আগুন লাগিয়েছে। অসংখ্য দোকান অগ্নিকান্ডের শিকার হলো। অনেক ভবন ধ্বসে পড়লো। জালিমরা সমস্ত সম্পদকে ছাইয়ের স্তুপ বানিয়ে দিল। জানিনা কত মজলুম মুসলমান গৃহহীন হয়েছে। অসংখ্য দরিদ্র চাকরীজীবি রোজগারহীন হয়ে গেছে। জানিনা কত মজলুমের সারা জীবনের পুঁজি আগুনে পুড়ে গিয়েছে। ঐসব মজলুমদের মধ্যে আপনিও একজন। আপনিও ক্ষতির শিকার হলেন, বড় বিপদ পৌঁছল, অন্তরে রক্ত প্রবাহিত হতে লাগল। ঘরেও চারিদিকে মাতম করতে

www.dawateislami.net

লাগল। সম্প্রদায়ের ছোট ছোট বাচ্চারা পর্যন্ত ব্যথিত হলো। শুধু ধৈর্য, ধৈর্য এবং ধৈর্যধারণ করুন। শুধু ধারণা প্রসূত এবং অভিযোগ করার পরিবর্তে মুসলিম শরীফের হাদীসে পাক এর শিক্ষা অনুযায়ী ধৈর্যের আঁচল আঁকড়ে ধরে বলুন: قَدَّرَ اللهُ وَمَاشَاءَ فَعَلَ অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** এটাই নির্ধারন করে ছিলেন এবং তিনি যা চেয়েছেন করেছেন।[১]

দোয়া রইল, **আল্লাহ পাক** আপনার উপর এবং আপনার পরিবার পরিজনদের উপর দয়া করুক, ক্ষতির উত্তম প্রতিদান নসীব করুক। দুনিয়া এবং আখিরাতের কল্যাণ দান করুক, আমার আপনার এবং সমস্ত উম্মতের গুনাহ ক্ষমা করুক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

তারপর শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রচার প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার মুদ্রিত ৭৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "জান্নাত মে লে জানে ওয়ালে আমাল" থেকে মুসিবত এর উপর ধৈর্যধারণের ফযীলত সম্পর্কে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৮টি বাণী লিখলেন। ঐগুলো থেকে কিছু বাণী দেখুন:

(১) হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত: **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মুমিনের উদাহরণ ক্ষেতের মত, এটাকে বাতাস দোলাতে থাকে, আর মুমিন বিপদে লিপ্ত থাকে। আর মুনাফিকের উদাহরণ দেবদারু জাতীয় গাছের মত, যা কাটা পর্যন্ত একেবারেই হেলে না।[২]

(১) মুসলিম, ১৪৩২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৬৬৪।
(২) মুসনদে ইমাম আহমদ, ৩/১২৬, হাদীস: ৭৮১৯।

www.dawateislami.net

(২) হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا বলেন: **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মুসিবত নিজের ছাহেব (অর্থাৎ যিনি মুসিবতে পতিত হয়েছেন) এর চেহেরা ঐ দিন আলোকিত হবে যে দিন চেহারা কালো হবে।[১]

(৩) হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যার সম্পদ অথবা প্রাণের উপর মুসিবত আসল, অতঃপর সে উহা গোপন রাখল এবং মানুষের কাছে তা প্রকাশ করেনি, তখন **আল্লাহ পাকের** উপর হক হয়ে যায় যে, তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া।[২]

(৪) হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালেক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم একটি গাছের নিকট তশরীফ আনলেন একং উহা নাড়া দিলেন। এমন কি উহার পাতা ঝরতে লাগল, যতটুকু **আল্লাহ পাক** চাইলেন। অতঃপর বললেন কষ্ট এবং মুসিবত আমার এই গাছের পাতা কে ঝরানো থেকে অধিক দ্রুততর মানুষের গুনাহ কে ঝরিয়ে দেয়।[৩]

দয়া করে দুনিয়ার সম্মানের সাথে সাথে আখিরাতের কল্যাণের জন্যও চেষ্টা প্রচেষ্টা করতে থাকুন, নামায জামায়াতের সাথে আদায় করতে থাকুন। ফরজ হওয়া অবস্থায় যাকাত আদায় করতে থাকুন। যাকাত না দেয়ার ফলে দুনিয়াতেও ক্ষতি হয়, যেমন

---

(১) মুজামুল আওসাত ৩/২৯০, হাদীস: ৪৬২২।
(২) মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ১০/৪৫০, হাদীস: ১৭৮৭২।
(৩) মুসনদে আবি ইয়ালা, ৩/৪৫৩, হাদীস: ৪২৮৩।

www.dawateislami.net

তাবারানীর হাদীছে পাকে রয়েছে স্থল এবং সমুদ্রে যে মাল নষ্ট অর্থাৎ বরবাদ এবং ধ্বংস হয় উহা যাকাত না দেয়ার ফলে নষ্ট হয়।[১]

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় উপস্থিত হতে থাকুন। প্রত্যেক মাসে সুন্নাত প্রশিক্ষণের কাফেলায় আশিকানে রাসূলদের সাথে সফর করুন। মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে ইলমে দ্বীন অর্জন করতে থাকুন, এটার বরকতে গুনাহের প্রতি ঘৃণা এবং ইবাদতের প্রতি উৎসাহ মিলবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অপনারা শুনলেন আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সংকলন করা এই সংক্ষিপ্ত পত্র মুসিবতগ্রস্তদের জন্য কত শান্তনাদায়ক এবং ধৈর্যধারণ করে প্রতিদান অর্জনের উপর উৎসাহ দানকারী। আমাদের ও এটা সময়ে অসময়ে পড়তে থাকা উচিৎ اِنْ شَآءَ الله উহার বরকতে মুসিবত এবং পেরেশানির উপর ধৈর্যধারণ করার মনমানসিকতা তৈরী হতে থাকবে। অনুরূপ ভাবে চিন্তাগ্রস্ত ইসলামী ভাইদের উচিৎ মুসিবতের উপর ধৈর্যধারণ করার অভ্যাস গড়ার। **আল্লাহ পাকের** উপর ভরসা এবং অল্পে সন্তুষ্ট থাকার মনমানসিকতা পাওয়ার জন্য, ঈমান হিফাযতের স্পৃহা বৃদ্ধির জন্য অন্তরে **আল্লাহ পাকের** ভয় জাগ্রত করার জন্য, ইশকে মুস্তফার প্রদীপ জ্বালানোর জন্য, নেকী করার এবং গুনাহের অভ্যাস দূর করার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান

(১) আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/৩৬৭, হাদীস: ১১৪৬।

www.dawateislami.net

এবং **আল্লাহ পাকের** রাস্তায় সুন্নাতের অনুশীলনের জন্য আশিকানে রাসূলদের সাথে মাদানী কাফেলায় সফর করে বেশি বেশি দোয়াও করুন اِنْ شَآءَاللّٰه এর বরকতে বিপদ থেকে মুক্তি মিলবে।

মুসিবতের পরিসমাপ্তি

আরব ইমারতে বসবাসকারী একজন ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারমর্ম: আমি একটি কোম্পানীর মধ্যে চাকরী করতাম। **আল্লাহ পাকের** দয়া এবং অনুগ্রহে ভালভাবে জীবন অতিবাহিত হচ্ছিল, হঠাৎ এমন সমস্যা সামনে আসছিল। দিন দিন কোম্পানীর লোকসান হচ্ছিল এবং কোম্পানী বন্ধ হয়ে গেল এবং আমি রোজগারহীন হয়ে গেলাম, বিভিন্ন স্থানে চাকরীর সন্ধানে ঘুরতে ফিরতে থাকি, কোম্পানী গুলোতে আবেদপত্রও দিয়েছি। কিন্তু চাকরী মিলে নাই, আমি দিন দিন ঋণের ভিতরে ডুবে যাচ্ছিলাম, এই জন্য নিজের জন্মভূমি পাকিস্তানে ফিরে যাবার ইচ্ছা করেছি। রওয়ানার কিছুদিন আগে একজন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লীগের সাথে সাক্ষাৎ হলো। আমি তাকে আমার ব্যাপারে বললাম, তখন সে সহানুভূতি এবং মঙ্গল কামনার্থে ইনফিরাদি কৌশিশ দিয়ে আমাকে তিন দিনের কাফেলায় সফর করার উৎসাহ দিলেন। সুতরাং আমি মাদানী কাফেলায় সফরের নিয়্যত করলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই নিয়্যতের তৎক্ষনাৎ বরকত প্রকাশ হল এবং আমার মুসিবতের পরিসমাপ্তি হলো এভাবে যে, আগের দিন এক কোম্পানীর পক্ষ থেকে একটি চিঠি (Letter) আমার হাতে আসল, আপনি আগামী কাল থেকেই আমাদের

www.dawateislami.net

কোম্পানীতে চাকরী শুরু করুন। এতে এক দিকে তো আমার অত্যন্ত খুশি লাগতেছে, আর অন্য দিকে এই দুশ্চিন্তা ও দানা বাঁধল যে আগামী কাল থেকেই কাজের জন্য ডাকল অথচ আমি মাদানী কাফেলায় সফরের নিয়্যত করেছি। আমার এটা মনঃপূত হচ্ছেনা যে, যেই মাদানী কাফেলায় সফরের কারণে আমার চাকরী মিলল, উহাকে বাদ দিব? সুতরাং আমি কোম্পানীর মালিক কে বললাম, আমি অমুক দিন মাদানী কাফেলা থেকে ফিরে আসার পরেই চাকরী শুরু করব। اَلْحَمْدُ لِلّٰه তারা আমার আবেদন গ্রহণ করল, আর আমি কাফেলার মুসাফির হয়ে গেলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه মাদানী কাফেলায় অনেক কিছু শিখলাম, আর আমার জীবনে মাদানী পরিবর্তন আসল। মাথায় সবুজ পাগড়ি শরীফের তাজ, আর চেহারায় দাঁড়ি সাজানো ছাড়াও সুন্নাত অনুযায়ী সাদা পোশাক পরিধানের নিয়্যত ও করলাম। আসুন আমরা সবাই নিয়্যত করি যে اِنْ شَآءَ الله ৩০ দিনে কমপক্ষে ৩ দিন, প্রত্যেক ১২ মাসে ৩০ দিন এবং জীবনে কমপক্ষে ১২ মাস কাফেলায় সফর করবো। প্রত্যেক দিন পরকালিন বিষয়ে চিন্তাভাবনা করে নেকীর কাজ পুস্তিকা পূরণ করে প্রত্যেক মাসে নিজের এলাকার **দা'ওয়াতে ইসলামী**র যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দিব। اِنْ شَآءَ الله কাফেলায় সফর এবং নেকীর কাজের পুস্তিকার উপর আমল করার বরকতে আমাদের ধৈর্যধারণের নেয়ামত নসীব হবে। **আল্লাহ পাক** আমাদের সবাইকে ধৈর্য ধারণের তৌফিক দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

তথ্যসূত্র

নং	কিতাব	লেখক/ সংকলক	প্রকাশনা
১	কোরআন পাক	কালামে বারী তায়ালা	মাকতাবাতুল মদীনা ১৪৩২ হিজরি
২	কানযুল ঈমান	আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন ইন্তেকাল ১৩৪০ হিজরি	মাকতাবাতুল মদীনা ১৪৩২ হিজরি
৩	খাযাইনুল ইরফান	ছদরুল আফাযিল মাওলানা সৈয়দ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী, ইন্তেকাল ১৩৬৭ হিজরি	মাকতাবাতুল মদীনা ১৪৩২ হিজরি
৪	সহীহুল বুখারী	ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী ইন্তেকাল ২৫৬ হিজরি	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া ১৪১৯ হিজরি
৫	সহীহ মুসলিম	ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ কুশাইরি নিশাপুরী, ইন্তেকাল ২৬১ হিজরি	দারু ইবনে হজাম ১৪১৯ হিজরি
৬	সুনানে আবি দাউদ	ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান বিন আসআছ সিজিস্তানী, ইন্তেকাল ২৭৩ হিজরি	দারুল ফিকির বৈরুত ১৪২১ হিজরি
৭	সুনানু তিরমিযী	ইমাম মুহাম্মদ বিন ঈসা তিরমিযী ইন্তেকাল ২৭৯ হিজরি	দারুল ফিকির বৈরুত ১৪১৪ হিজরি
৮	আল মুসনদ	ইমাম আবু আবদুল্লাহ আহমদ বিন মুহাম্মাদ বিন হাম্বল, ইন্তেকাল ২৪১ হিজরি	দারুল ফিকির বৈরুত ১৪১৪ হিজরি
৯	মুসান্নিফে আবদুর রাজ্জাক	ইমাম আবু বকর আবদুর রাজ্জাক বিন হাম্মাম ছনয়ানী, ইন্তেকাল ২১১ হিজরি	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত, ১৪২১ হিজরি
১০	কানযুল উম্মাল	আল্লামা আলী মোত্তাকি বিন হুসামুদ্দীন হিন্দি বোরহান পুরী, ইন্তেকাল ৯৭৫ হিজরি	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত, ১৪২১ হিজরি
১১	আল মুজামুল আওসাত	ইমাম আবুল কাশেম সুলায়মান বিন আহমদ তিবরানী, ইন্তেকাল ৩৬০ হিজরি	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত, ১৪২১ হিজরি
১২	মাজমাউজ যাওয়ায়েদ	আল হাফেজ নুর উদ্দীন আলী বিন আবু বকর হায়সমী, ইন্তেকাল ৮০৭ হিজরি	দারুল ফিকির বৈরুত
১৩	মুসনাদে আবি ইয়ালা	শায়খুল ইসলাম আবু ইয়ালা আহমদ বিন আলী বিন মুসান্না মুসালী, ইন্তেকাল ৩০৭ হিজরি	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত, ১৪১৮ হিজরি

www.dawateislami.net

১৪	আত তারগিব ওয়াত তারহিব	ইমাম যকীউদ্দীন আবদুল আজিম বিন আবদুল কাওয়ী মুনযারি, ইন্তেকাল ৬৫৬ হিজরি	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত, ১৪১৭ হিজরি
১৫	উমদাতুল ক্বারী	ইমাম বদরুদ্দীন আবু মুহাম্মদ বিন মাহমুদ বিন আহমদ আইনি, ইন্তেকাল ৮৫৫ হিজরি	দারুল ফিকির বৈরুত ১৪১৮ হিজরি
১৬	আল মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া	শিহাবুদ্দীন আহমদ বিন মুহাম্মদ কুস্তলানী ইন্তেকাল ৯২৩ হিজরি	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত, ১৪১৬ হিজরি
১৭	শরহুল মাওয়াহেব	মুহাম্মদ যুরকানি বিন আব্দুল বাকি বিন ইউসুফ, ইন্তেকাল ১১২২ হিজরি	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত, ১৪১৭ হিজরি
১৮	কিতাবুল কাবায়ের	ইমাম মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন উসমান যাহাবী, ইন্তেকাল ৭৪৮ হিজরি	ইশায়াতে ইসলাম কুতুবখানা পেশোয়ার
১৯	ইহইয়াউল উলুম	হুজ্জাতুল ইসলাম আবু হামেদ ইমাম মুহাম্মদ গাজ্জালী, ইন্তেকাল ৫০৫ হিজরি	দারু সদর বৈরুত ২০০০
২০	শরহুস সুদূর	ইমাম জালালুদ্দীন বিন আবু বকর সুয়ূতী ইন্তেকাল ৯১১ হিজরি	মরকযে আহলে সুন্নাত বরকত রযাহিন্দ ১৪২৩ হিজরি
২১	ফতোয়ায়ে রযবীয়া	ইমামে আহলে সুন্নাত আহমদ রযা খাঁন ইন্তেকাল ১৩৪০ হিজরি	রযা ফাউন্ডেশন লাহোর
২২	আজায়েবুল কুরআন মাআ গারাইবিল কুরআন	মাওলানা আবদুল মোস্তফা আজমী ইন্তেকাল ১৪০৬ হিজরি	মাকতাবাতুল মদীনা
২৩	মলফুযাতে আলা হযরত	মুফতিয়ে আজম হিন্দ মাওলানা মুহাম্মদ মোস্তফা রযা খাঁন কাদেরী	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী
২৪	কুফরিয়া কালেমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব	শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী

www.dawateislami.net

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

সুন্নাতের বাহার

الحمد لله আশিকানে রাসুলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় **আল্লাহ্** পাকের সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইলো। আশিকানে রাসুলের সাথে সাওয়াবের নিয়্যতে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য কাফেলায় সফর এবং প্রতিদিন পরকালিন বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করার মাধ্যমে মাদানী ইনআমাতের পুস্তিকা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের প্রথম তারিখে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। ان شاء الله এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরণের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মানসিকতা তৈরী করুন যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** ان شاء الله নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইনআমাতের পুস্তিকার উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য কাফেলায় সফর করতে হবে। ان شاء الله

(দা'ওয়াতে ইসলামী)

দেখতে থাকুন

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ৩,আর, নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৫৫৪০৩৩৭৯

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭২২৬৩৩৩৬২

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net